প্রবাস পার্বণী ৩

আহমেদ সাবের

কথা হচ্ছিল প্রবাস পার্বণীর অন্যতম প্রধান স্পন্সর কোলকাতার 'সংবাদ প্রতিদিন' গ্রুপের প্রতিনিধি সুমন্ত মুখার্জীর সাথে। শুরুতেই চলে গেলেন প্রবাস পার্বণীর জন্ম লগ্নে। 'সংবাদ প্রতিদিন' কোলকাতার একটা জনপ্রিয় দৈনিক। প্রতিদিনের সংবাদ ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার সাথে সাথে বাঙ্গালী কৃষ্টিকে প্রবাসে ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে আজ থেকে চার বছর আগে আমেরিকার লস এঞ্জেলস থেকে প্রবাস পার্বণীর যাত্রা শুরু। পরপর দু'বছর লস এঞ্জেলস, পরের দু'বছর লন্ডন ঘুরে এবার প্রবাস পার্বণী মাতাতে এসেছে সিডনীকে। প্রায় তিন দিনের সংস্কৃতি এবং বাণিজ্য মেলা। এসেছেন দুই বাংলার জন-নন্দিত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সাংবাদিক এবং চলচ্চিত্র-মিডিয়া কলা-কুশলী। সাথে এসেছেন বাণিজ্য পশরা (বিশেষ করে বস্ত্র ভাণ্ডার) নিয়ে বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান। সে এক মহোৎসব বসেছে সিডনীর বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় - ইউনিভার্সিটি অব নিউ সাউথ ওয়েলস 'এর অঙ্গনে। সিডনীর বাঙ্গালী অধিবাসীর সংখ্যা অস্ট্রেলিয়ার অন্য শহরের তুলনায় বেশী। সে কারণেই সিডনীকে প্রবাস পার্বণীর ভেন্যু হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে বলে সুমন্ত মুখার্জী জানান। কথা প্রসঙ্গে ভুপিন্দর-মিতালী এবং উষা উত্থপের অনুষ্ঠানে তিনি বিপুল সংখ্যক দর্শকের উপস্থিতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

আজ ছিল মেলার তৃতীয় দিন। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছি প্রায় বিকেল সাড়ে চারটার দিকে। সময়সূচী মোতাবেক বাংলা ছায়াছবি "অবশেষে" শেষ হবার কথা। তাই হলে না ঢুকে বাণিজ্য মেলার দিকে এগিয়ে গেলাম। সেখানেই, "প্রতিদিন" 'এর নিজস্ব স্টলে কথা হলো সুমন্তের সাথে। সিডনীর প্রবাস পার্বণীর প্রথম আয়োজনের প্রথম দু'দিনের মেলার উপস্থিতি মোটামুটি সন্তোষজনক হলেও শেষ দিনের দর্শক সংখ্যাল্পতায় কিছুটা হতাশা প্রকাশ করলেন তিনি; বিশেষ করে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে ভেবে।

সুমন্তের সাথে আলাপচারিতা শেষ করে তড়িঘড়ি করে এগিয়ে গেলাম ক্ল্যাপ্সি হলের দিকে। ঘড়ির কাঁটা বিকেল সাড়ে পাঁচটা ছুঁই ছুঁই করছে। একটু পরেই হলে শ্রী-কান্ত আচার্যের অনুষ্ঠান শুরু হবার কথা। সিডনীর প্রবাসী ভারতীয় বাঙ্গালীদের অনুষ্ঠান সমূহের সময়ানুবর্তীতা প্রবাদ তুল্য। তাই ধরে নিয়েছিলাম, শ্রীকান্তের অনুষ্ঠান ঠিক সময়ই শুরু হবে। না, হলের সামনে যেতেই শুনলাম, অনুষ্ঠানের সময় পিছিয়ে গেছে আধা ঘণ্টার মত। উঁকি মেরে দেখলাম, হলে সিনেমা চলছে। মাঝখানে আর ঢুকতে ইচ্ছে হলো না। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে পরিচিত অনেকের সাথেই দেখা হলো। এর মধ্যে বাংলাদেশের কিছু বন্ধুকেও পেয়ে গেলাম।

আবার ফিরে গেলাম মেলার যায়গায়। দেখলাম, বিকেলের আলো পড়ে এসেছে। এখানে বলে রাখি, সিডনীতে এখন বসন্তকালের শেষ দিক; সন্ধ্যে হয় প্রায় সাড়ে সাতটায়। সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে, মেলার ক্রেতা আর দর্শকের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে একটু একটু করে আর শাড়ী-গহনার দোকানগুলো মুখরিত হয়ে উঠেছে নানা ভাষার কলকণ্ঠে। জানা গেল, বিকেল ছ'টায় শুরু হবে শ্রী-কান্তের গানের জলসা। সময়মত ঘড়ি ধরে ফিরে এলাম ক্ল্যাপ্সি হলে। শেষমেশ অনুষ্ঠান শুরু হলো বিকেল সাড়ে ছ'টার দিকে পশ্চিম বাংলার জনপ্রিয় চলচ্চিত্র অভিনেত্রী জুন মালিহার উদ্বোধনী ঘোষণার মধ্য দিয়ে।

সিডনী বাসীর কাছে শ্রীকান্ত আচার্য একজন চেনা মুখ। রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে তিনি পরিচিত। স্বাভাবিক ভাবেই প্রবাস পার্বণীতে তার নিবেদন শুরু হলো কবি-গুরুর গান দিয়েই - - আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ। পথ চাওয়াতেই

আনন্দ বলেই হয়তো পরের গান - চলো, এখন সময় আছে বেরিয়ে পড়ি (এই পথ যদি শেষ না হয় তবে কেমন হতো বল তো)। তারপর গাইলেন দুটো বিখ্যাত হিন্দি গজল (আগর মে - ভুপিন্দর, তুম যে না মুসকুরায়ে - জগজিৎ)।

পথ চলার বোধ হয় আর শেষ হয়না। কারণ আবার চলে এলেন রবীন্দ্র-সঙ্গীতে - গ্রাম ছাড়া ওই রাঙ্গা মাটির পথ। এই গানের মাঝে আবারো পথ হারানোর বেদনা - আমি কেমন করে পথ হারালেম গো। বেদনার সূত্র ধরেই বেদনা আসে বোধ হয়। তাই পরের গান – - মেঘ পিয়নের ব্যাগের ভিতর মন খারাপের দিস্তা; ছড়িয়ে দিল মন খারাপের মেঘ সারা হলে। পরে একটা আধুনিক গান – (এসেছি আজ ফিরে সেখানে) গেয়ে আবার ফিরে গেলেন রবীন্দ্র-সঙ্গীতে - তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী। এরপরে গাইলেন চারটা আধুনিক গান – আমার সারাটা দিন মেঘলা আকাশ বৃষ্টি তোমাকে দিলাম, জীবনে কি পাবনা ভুলেছি সে ভাবনা, মনের জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে গেছে এবং মেয়েটা ছিল সদ্য ফোঁটা। তারপর একটা হিন্দি গজলের (এক হাসি তোম কো দিল মেরা খো গ্যায়া) পর গাইলেন আরেকটা আধুনিক গান – তোমার জন্য হয়েছে রাখা হাজার আলো বছর মাখা।

রবীন্দ্র-সঙ্গীত দিয়ে শুরু, শেষও কবি-গুরুর গান দিয়েই – - মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে চলে। সাথে গলা মেলালেন হল ভরা দর্শক-শ্রোতা। বাইরে সন্ধ্যা নামছে মন্থরে। সাথে সাথে সন্ধ্যে পৌনে আটটায় ধীরে ধীরে নেমে এলো শ্রীকান্ত সঙ্গীত সন্ধ্যার যবনিকা। গায়কের শেষ প্রশ্ন, মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে চলে? আসলেই কি কারো মনে সঙ্গীত সম্পর্কে কোন দ্বিধা ছিল? দর্শক-শ্রোতাদের পরিতৃপ্ত মুখ দেখে মনে হলো না যে, কারো মনে কোন দ্বিধা ছিল। সবাই প্রাণভরে উপভোগ করেছেন সিডনীর বসন্তের বিকেলে শ্রীকান্ত আচার্যের দরাজ গলার গান।

হল থেকে বেরুতেই দেখি, সন্ধ্যার আঁধার ঝেঁপে এসেছে। ঘণ্টা খানেক নৈশ ভোজের বিরতি। রাত আটটায় খাবার ঘরের বাইরে লাইন দিয়ে দাঁড়াতেই জানা গেল, খাবার তখনো এসে পৌঁছেনি। লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। সময় কেটে যাচ্ছে। উদ্যোক্তাদের একজন জানালেন, আর বিশ মিনিটের মধ্যে খাবার এসে যাবে। সেই বিশ মিনিটও কেটে গেল। লাইনে সবাই নিজেদের দল পাকিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। একজনকে খাবারের দাম নিয়ে অভিযোগ করতে শুনা গেল। সিডনীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে খাবার সরবরাহ করা হয়। দশ ডলারের নীচে পানীয় সহ মান-সম্মত নৈশভোজ মিলে। অথচ এখানে শুধু খাবারের দাম রাখা কয়েছে পনের ডলার। খাবারের দেরী দেখে অনেকে শুধু মিষ্টি দিয়ে নৈশভোজ সেরে নিলেন, পাছে না আবার

রুনা লায়লার প্রোগ্রাম মিস হয়ে যায়। অবশেষে সাড়ে আটটার দিকে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। কোন বিশৃঙ্খলা নেই, হুড়োহুড়ি নেই। সবাই ধৈর্যের সাথে লাইন ধরে খাবার নিয়ে খাওয়ার যায়গায় টেবিল চেয়ারে বসে পড়লেন সবান্ধবে বা স-আত্মীয়ে। রান্না ভালই ছিল মোটামুটি। শুধু মাটনের অতিরিক্ত ঝালের প্রভাবে হু হা শব্দ শোনা গেল এদিক ওদিক।

যেহেতু প্রথম থেকেই সময়ের গোল বেধেছে, রুনা লায়লার গানও পিছিয়ে গেল ডোমিনো প্রভাবে। তবুও খাবার টেবিলে আমার পাশে বসা এক জন মহিলা আরেক জনকে বলতে শুনলাম, তাড়াতাড়ি কর। রুনাজীর প্রোগ্রাম শুরু হয়ে যাবে। কথায় কথায় বুঝা গেল, তারা এসেছেন সিডনী থেকে হাজার কিলোমিটার দুরের ব্রিজবেন শহর থেকে। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, রুনাজী কি উর্দু/হিন্দি গাইবেন? বুঝলাম, ভদ্রমহিলা বাংলাভাষী নন। আমি বললাম, মনে হয় উনি সব ভাষাতেই গাইবেন। তাড়াতাড়ি খাবার শেষ করে হলে ছুটে গেলাম রাত ন'টার একটু আগে। অনুষ্ঠান তখনো শুরু হয়নি। দর্শকেরা আস্তে আস্তে হলে ঢুকা শুরু করেছেন।

মিনিট দশেকের মধ্যে হল পুরো ভরে গেল। সোয়া ন'টায় জুন মালিহা ষ্টেজে উঠলেন রুনা লায়লার আগমনী বার্তা নিয়ে আর দর্শকদের করতালির সমুদ্র গর্জনের মাঝ দিয়ে অন্য দিক থেকে ষ্টেজে উঠে এলেন সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী।

প্রবাস পার্বণীর মাধ্যমে বাঙ্গালী সংস্কৃতির মৈত্রী বন্ধনের চমৎকার সুযোগ করে দেবার জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে এবং সেই মৈত্রী বন্ধনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের লক্ষ্যে ভুপেন হাজারিকার গাওয়া সেই বিখ্যাত গান - গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা দিয়ে উদ্বোধন করলেন তার সঙ্গীতানুষ্ঠান। এ গানের পর গাইলেন তার গাওয়া সেই বিখ্যাত গান - যে জন প্রেমের ভাব জানে না। গানের সাথে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ষ্টেজে উঠে পা মেলালেন পাঁচজন মহিলা দর্শক।

তারপর চলে গেলেন উর্দু/হিন্দির জগতে - প্রথমে ও মেরে কাঁটা ছুপা পাও মে এবং তারপর হাম গায়ে তুম গাও দিল গায়ে দিলরুবা। এ গানটি গাওয়ার সময় একটা তিন/চার বছরের ছেলে ষ্টেজে উঠে আসে আর গানের তালে নাচতে থাকে। এর পরে গাইলেন দুটো বাংলা পপ গান - বাড়ীর মানুষ কয় আমায় তাবিজ কইরাছে এবং শিল্পী আমি তোমাদের গান শুনাবো। তারপর দুটো উর্দু/হিন্দি গানের পর ষ্টেজে ডেকে আনলেন স্বামী চিত্র নায়ক আলমগীরকে। দর্শকদের সারিতে বসে থাকা এখনকার সময়ের কোলকাতার ব্যস্ত নায়িকা জুন মালিহা আলমগীরের আমন্ত্রণে ষ্টেজে উঠে যোগ দিলেন তাদের সাথে। দর্শকদের অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে হলো চিত্রনায়ককে। আসর মাতালেন - আছেন আমার মোক্তার, আছেন আমার ব্যারিষ্টার আধ্যাত্মিক গান দিয়ে।

তারপর ষ্টেশনের ওই গাড়ীটা, মাইপা চলে ঘড়ির কাঁটা দিয়ে আবার চলা শুরু হলো পপের গাড়ী। বন্ধু তিন দিন তোর বাড়ীত গেলাম এর পর এলো দারুণ জনপ্রিয় গান - সাধের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগী। এর পর এলেন মন কা জিত 'এ গাওয়া দারুণ হিট গান - ও মেরা বাবু, চল চেবিলা ম্যায় তো নাচুঙ্গি গান নিয়ে। ততক্ষণে সারা হলে প্রায় কেউই বসে নেই। নানা অঙ্গ-ভঙ্গী করে নেচে চলেছেন অনেকে। সমাপ্তি টানলেন সারা ভারত উপমহাদেশ কাঁপানো গান - দমাদম মাসকালান্দর দিয়ে। গানের তালে তালে কেঁপে উঠলো ক্লান্সি হল।

প্রবাস পার্বণীকে ধন্যবাদ, গত তিন দিনে ভারত উপমহাদেশের এতগুলো প্রিয় সঙ্গীত ব্যক্তিত্বকে আমাদের সামনে উপস্থাপনার জন্যে। অষ্ট্রেলিয়ায় তাদের প্রথম নিবেদন বলে কিছু সাংগঠনিক দুর্বলতা হয় তো রয়ে গেছে - সময় মেনে চলা যায় নি, প্রোগ্রামের কিছুটা ওলট পালট করতে হয়েছে, প্রচার ঠিক মত হয় নি। তবুও সিডনী তথা অষ্ট্রেলিয়বাসীদের কাছ থেকে প্রবাস পার্বণী কর্তৃপক্ষ অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছেন। বিভিন্ন সঙ্গীতানুষ্ঠানে শ্রোতার উপস্থিতির সংখ্যা তারই সাক্ষ্যবহ। আগামী বছর সিডনীতে আবার প্রবাস পার্বণীর শুভাগমনের প্রতীক্ষায় থাকলাম। আশা থাকবে, সঙ্গীত শিল্পীদের সাথে সাথে কিছু সাহিত্যিক এরও প্রিয় মুখ দেখা যাবে প্রবাস পার্বণীর মঞ্চে।